কোস্ট ফাউন্ডেশন, সিএফটিএম প্রকল্প। ২৯ সেপ্টম্বর ২০২১

জলবায়ু অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর মনিটরিং এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজের ভূমিকা
জলবায়ু অর্থায়ন ও স্বচ্ছতা প্রকল্পের অধীনে স্থানীয় নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত ধারনা পত্র

১. বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি সারা বিশ্বে প্রসংশিত হচ্ছে কিন্তু প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক কারণে ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১লক্ষ ৩৫ হাজার নয়শত নব্বই জন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি সূচক ২০১৭ অনুযায়ী প্রতি বছর ক্ষতির পরিমান গড়ে প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা। বার্লিন ভিত্তিক অলাভজনক সংগঠন জার্মানওয়াচ (German watch) কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স Global Climate Risk Index (CRI) ২০২১ এর তথ্য অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগস্থ দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। ইন্টার্নাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার বা আইডিএমসি এর তথ্য অনুসারে ২০২০ সালে দাবানল, ঝড়, বন্যা ও খরার কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয় প্রায় তিন কোটি মানুষ, এ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় গত বছর ঘূর্ণিঝড় আমফানের কারণে বাংলাদেশে ২০ লক্ষাধিক মানুষ ঘরছাড়া হন, যেখানে ৫৫ হাজার ৫০০ জনের ঘর ধ্বংস হয়ে যায়, ঘরছাড়া মানুষের মধ্যে প্রায় দশ শতাংশেরই ফিরে যাওয়ার মতো জায়গা ছিল না।

বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু বিগত কয়েক বছরের কৃষিজ উৎপাদন বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং প্রতি বছর গড়ে ১৭ থেকে ৩০ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য আমদানি করতে হয় যার চিত্র এই প্রতিবেদনসমূহে উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক জার্নাল **ওয়ান আর্থের** গবেষণার প্রধান লেখক সহযোগী অধ্যাপক মাত্তি কুম্মু বলেছেন, ‘জলবায়ু সংকটে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য উৎপাদন ঝুঁকিতে পড়বে। বাংলাদেশও এই ঝুকিঁর মধ্যে রয়েছে, আইপিসিসি এর এক প্রতিবেদনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ২০৫০ সালে বাংলাদেশ তার ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ হারাবে।

এসকল বিষয় বিবেচনায় বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ চূড়ান্ত করে, একই সাথে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করে। পরবর্তীতে সরকার তার জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে নতুন কৌশল প্রণয়ন করে এবং বাজেট ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে। এই প্রক্রিয়ায় সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে শুরু করে এপর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মোট ২৫টি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগকে জাতীয় বাজেট কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় বাজেটরে মাধ্যমে পৃথক জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে সরকার প্রতিবছর প্রায় ০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন খাতে ব্যয় করছে, যা আমাদের জিডিপির ০১ শতাংশ।

২. উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন ?

উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও টেকসই বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আইএমইডি (IMED-Internal Monitoring & Evaluation Devision) করা হয়েছিল। সরকারের এই বিভাগের আওতায় রয়েছে প্রায় ৫৮টি বিভাগ ও মন্ত্রণালয় অথচ এই বিভাগে বর্তমান জনবল মাত্র ২১৩ জন যার মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১২৫জন। দেশে প্রতি বছর প্রায় গড়ে ১ হাজার থেকে ১২০০ প্রকল্প অনুমোদন পায়। চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারের অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা মোট ১৪২৬টি বাজেট বরাদ্দ ০৩ লাখ কোটি টাকা যার মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন হিসাবে রয়েছে প্রায় ২৫,১২৪ কোটি টাকা। এই স্বল্প জনবল দিয়ে যথাসময়ে এতো বিশাল সংখ্যক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ করা আইএমইডির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সুতরাং জনবলের পাশাপাশি পর্যাপ্ত লজিস্টি সাপোর্ট [যানবাহন, বিভাগীয় অফিস, ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ইত্যাদি] ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করাও অতি জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান **পানি উন্নয়ন বোর্ড**, যার জেলা ভিত্তিক জনবল গড়ে ৯ থেকে ১৪জন, যা এই প্রতিষ্ঠনের কাজের পরিধির তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

এ প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা তথা আমাদের সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এসডিজি ২০৩০ অর্জন ব্যাহত হতে পারে এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্পে নাগরিক সমাজ তথা স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা গেলে এই প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন আরোও মানসম্মত, গ্রহনযোগ্য ও কার্যকর হবে।

এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে কোস্ট ফাউন্ডেশন ’ জলবায়ু অর্থায়ন স্বচ্ছতা অর্জন প্রকল্প’ নামক একটি প্রকল্প হাতে নেয়,যা বাংলাদেশের ৩টি জেলার ১২ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জলবায়ু সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু বিষয়ে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য ২০১৭ সাল থেকে কাজ শুরু করে, যেখানে নাগরিক সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের অংশগ্রহণ সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ এর চর্চার চিত্র

নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সর্বপোরি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা কতটা সম্ভব তা এখন প্রশ্নসাপেক্ষ। উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, বিশেষ করে উন্নয়ন কর্মকান্ড, আইন ও পলিসি তৈরিতে। এক্ষেত্রে সিএসও সাস্টেইনেবিলিটি ইনডেক্স ফর এশিয়া ২০১৯ এর তথ্য মতে থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, বার্মা সর্বোচ্চ স্কোর ০৭ এর মধ্যে ০৫ অর্জন করেছে, সেখানে বাংলাদেশর স্কোর হচ্ছে ০৪। এছাড়া ক্লাইমেট চেঞ্জ পার্ফর্মেন্স ইনডেক্স ২০২১ এ দেখা যায় সুইডেন, ইউকে, নরওয়ে এবং পার্শবর্তী দেশ ভারতসহ এই সকল দেশ সেরা ১০ এ অবস্থান করছে কিন্তু বাংলাদেশের আবস্থান খুবই নাজুক, কারণ উন্নত দেশগুলো যখন তাদের লেজিসলেটিভ, পলিসি মেকিং এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নাগরিক সমাজকে বিশেষ মূল্যায়ন করছে সেখানে বাংলাদেশে এধরনে কোন পদক্ষেপ ও চর্চা দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার কিছু বাধ্যবাধকতা থাকার কারনে নামকাওয়াস্তে নাগরিক সমাজের সাথে এক ধরনের সংযোগ ও কার্যকারিতার চিত্র দেখানো হচ্ছে যা আসলে বাস্তবায়িত উন্নয়ন পরিকল্পনা মান ও কার্যকারতিা বৃদ্ধি ও টেকসউ উন্নয়ন নিশিচতের সাথে কোন সম্পর্ক নাই।

৪. কোস্ট- জলবায়ু অর্থায়নকৃত উন্নয়ন প্রকল্পে যেভাবে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে

কোস্ট ফাউন্ডেশন ২০১৭ সাল থেকে জলবায়ু অর্থায়ন ও স্বচ্ছতা কৌশল [Climate Finance Transparency Mechanism-CFTM] নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এই প্রকল্পের একটি প্রধান বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে স্থানীয় নাগরিক সমাজের অংশগ্রহনে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের উপর মনিটরিং করা যাতে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের অধীনে স্থানীয় নাগরিক সমাজের একটি প্লাটফরম গঠন করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং [সামাজিক নিরীক্ষা] , কমিউনিটি চাহিদা নিরূপন এবং চাহিদা বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারের সাথে প্রয়েজনীয় লবি এবং অধিপরামর্শ কর্মসুচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পে অধীনে নাগরিক সমাজরে উপরোক্ত ধারনাটি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ বাস্তবায়ন করা হয়;

ক. স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহনে **"জলবায়ু ফোরাম" গঠন:** বাংলাদেশের ৩টি জেলার ১২ টি উপজেলায় কোস্ট-জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্প কাজ করে চলেছে। প্রতিটি জেলায় ১২টি উপজেলা জলবায়ু ফোরাম এবং ৩টি জেলা জলবায়ু ফোরাম রয়েছে। এই কমিটিতে উক্ত জেলা এবং উপজেলার শিক্ষক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়িক নেতা, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং ছাত্রদের অংশগ্রহণ রয়েছে। প্রতিটি উপজেলা জলবায়ু ফোরামে ১৪ জনের কমিটিতে ১জন সভাপতি, ১জন সহসভাপতি ও ১ জন সম্পাদক এবং ১১জন সদস্য রয়েছে। আর ৯ সদস্য বিশিষ্ট জেলা জলবায়ু ফোরাম রয়েছে। প্রতিটি কমিটিতে পুরুষ ও নারী অনুপাত হচ্ছে ৬:৪ ।

খ. নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কোস্ট বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে

জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কোস্ট-সিএফটিএম প্রকল্পের মাধ্যমে সকল সিএসওদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারের বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন, জাতীয় বাজেট ও অর্থায়ন প্রক্রিয়া, উন্নয়ন প্রকল্পসমুহ চিহ্নিত করা ইত্যাদি বিষয়ষমুহের উপর ধারনা প্রদান করা হয়। পাশাপশি সমাজের সদস্যরা যে সকল বিষয়ের উপর কাজ করবে যেমন সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা, লবি সভা আয়োজন, তথ্য সংগ্রহ করা, উপকারভোগী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ইন্টারভিউ নেয়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, ধাপ ও পদ্বতি সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেয়া হয় হয়েছে।

ত্রৈমাসিক সভা: জেলা ও উপজেলা জলবায়ু ফোরাম বা নাগরিক সমাজ কমিটির অন্যতম ও নিয়মিত একটি কাজ হলো ত্রৈমাসিক সভা, এ সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা করা হয়। যেমন;

- **জলবায়ু বাজেট বিশ্লেষন ও উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরন:** এক্ষেত্রে জলবায়ু বাজেট বিশ্লেষন করে এবং সরকারি অফিসের সাথে যোগাযোগ এবং ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করে ও তথ্য যাচাই বাছাই করে সামাজিক নিরীক্ষার পরিকল্পনা করে।
- **পরিকল্পনা প্রণয়ন:** সভায় পরবর্তি তিন মাসের কার্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যেখানে সামাজিক নিরীক্ষা, ফলোআপ কার্যক্রম, লবি মিটিং, সরকারি অফিস থেকে সংগ্রহ ও তথ্য যাচাই বাছাই এবং কোন বিষয়ে কে দায়িত্ব পালন করবে তা উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি পরিকল্পনা অনুসারে কাজের অগ্রগতি বিশ্লেষন করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন ও লার্নিং শেয়ারিং সেশনের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও সভার একটি উদ্দেশ্য থাকে।

৫. জলবায়ু অর্থায়নকৃত প্রকল্প মনিটরিং বা সামাজিক নিরীক্ষায় নাগরিক সমাজ যেসকল প্রক্রিয়া অনুসরন করে

প্রতিটি নাগরিক সমাজ তাদের স্ব স্ব উপজেলায় জলবায়ু অর্থায়নকৃত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, এক্ষেত্রে তারা বেশ কিছু ধাপ অনুসরন করে;

ক. তথ্য সংগ্রহ: সর্বপ্রথম নাগরিক সমাজের সদস্যরা ত্রৈমাসিক সভায় ক্লাইমেট বাজেট বিশ্লেষন করে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিস থেকে প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা, সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই করে প্রকল্প নির্বাচন করে এবং উক্ত প্রকল্প প্রাথমিক পরিদর্শনের জন্য ২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

খ. সামাজিক নিরীক্ষার দল গঠন: প্রাথমিক পরিদর্শনের প্রতিবেদন বিশ্লেষন করে পরবর্তিতে ৫ থেকে ৭ সদস্যের সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়, উক্ত প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়। সরকারি কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে নিরীক্ষা কমিটি তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ. নিরীক্ষার কার্যক্রম: এই ধাপে সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি প্রকল্পের ব্যবহারিত মালামালের(ইট, বালি, লোহা, সিমেন্ট) গুণগত মান টিক আছে কিনা, প্রকল্প অনুমোদিত ম্যাপ অনুসারে হচ্ছে কিনা, সকল ক্ষেত্রে পরিমান মতো মালামাল দেয়া হচ্ছে কিনা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আছে কিনা দেখা হয়।সেইসাথে প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সক্ষমতা যাচাই করা এবং অভিযোগ ও পরামর্শের ব্যবস্থা আছে কিনা তা যাচায় করা হয়।

ঘ. মতামত গ্রহণ: ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট জন প্রতিনিধি এবং উপকারভোগিদের ইন্টারভিউ নেয়া হয়, এক্ষেত্রে প্রকল্প শুরু করার পূর্বে স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও উপকারভোগীদের মতামত নেয়া হয়েছে কিনা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাদের কোনো অভিযোগ ও পরামর্শ থাকলে তা লিপিবদ্ধ করা।

ঙ. লবি মিটিং: সফলভাবে সামাজিক নিরীক্ষা শেষে নিরীক্ষা কমিটি তাদের পর্যবেক্ষনসমূহের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে, প্রতিবেদনে বর্ণিত সমস্যা সমাধানের জন্য নিরীক্ষা কমিটি সংশ্লিষ্ট অফিসের তথ্য প্রানকারী কর্মকর্তা বা উপজেলা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে লবি মিটিং আয়োজন করে। উক্ত সভায় নিরীক্ষা কমিটির সদস্য ছাড়াও জন প্রতিনিধি এবং উপকারভোগিদের অর্ন্তভোক্ত করা হয়। লবি সভা থেকে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখতে উক্ত প্রকল্প সরজমিনে পরিদর্শন করে আরো একটি প্রতিবেদন তৈরি করে।

এরূপ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ আরো টেকসই হবে, উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থানীয় জনগন এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৬. সিএফটি এম প্রকল্পের অধীনে সামাজিক নিরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রমের ফলাফল

কোস্ট-জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্পের স্থানীয় নাগরিক সমাজ গত ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ৩০টি জলবায়ু অর্থায়নকৃত উন্নয়ন প্রকল্প সামাজিক নিরীক্ষা করা হয় যার মধ্যে ১৩টি প্রকল্প সকল প্রকার সুপারিশ সফলভাবে সমাধান করা সম্পন্ন কয়েছে, বাকি ১৭টি প্রকল্প নিরীক্ষার সুপারিশসমুহ আংশিকভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়।

নিরীক্ষাকৃত ৩০টি প্রকল্পে মোট ১০৯টি সুপারিশ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭০টি [৬৪%] সুপারিশ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি

৪৯ টি সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ। আমরা মনে করি এসকল প্রকল্প নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষন সুপারিশসমুহ সমাধান করার ফলে স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকারিতা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে নাগরিক সমাজের ভূমিকা এবং স্থানীয় সরকারের জবাবদিহীতা বেড়েছে। উক্ত বিষয়ে আমরা উন্নয়ন প্রকল্পের সামাজিক নিরীক্ষা এবং এ বিষয়ে কিছু উদাহারন তুলে ধরছি।

ক. হ্নীলা ইউনিয়নের ২৮০ পরিবারকে সুপেয় পানি নিশ্চিত করা হয়েছে: গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের মৌলভি বাজার, ২ নং ওয়ার্ডে বাস্তবায়ীত "দূর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মান" প্রকল্প সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করে হ্নীলা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ফরিদা বেগম, ফোরাম সদস্য ও প্রকল্প কর্মকর্তাগন। উক্ত সামাজিক নিরিক্ষার অংশ হিসেবে স্থানীয় কমিউনিটি লিডার ও উপকারভোগীদের সাথে কমিউনিটি মিটিং করে এবং সমগ্র প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখে। উক্ত প্রকল্পে ২টি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষন উঠে আসে, তা হলো: ১. উপকারভোগীদের জন্য ল্যাট্রিন এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা না থাকা।
জানুয়ারি ১, ২০২১ তারিখে নিরীক্ষা কমিটি উপজেলা পাবলিক হেলথ অফিসারের সাথে লবি করে। পাবলিক হেলথ অফিসার প্রকল্পের কাজ সমাপ্তের পূর্বে উক্ত প্রকল্প পরিদর্শন করে সেখানে ল্যাট্রিন ও সুপেয় পানির ব্যবহার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ২২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে উক্ত প্রকল্প আবস্থা দেখতে গেলে সে লক্ষ করে উপজেলা পাবলিক হেলথ অফিসারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রকল্পের ২৮ টি পরিবার এখন ল্যাট্রিন ও পানি নিয়মিত পেয়েছে।

খ. বাউফল উপজেলায় সাইক্লোন সেন্টরের বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু: গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখ পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা জলবায়ু ফোরামের উদ্যোগে বগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার এর সামাজিক নিরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা জলবায়ু ফোরামের নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষ করেন যে, সাইক্লোন সেল্টারটির কাজ বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় কমিউনিটির সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং ২৮ জুন, ২০২১ জলবায়ু ফোরামের নেতৃবৃন্দ উপজেলা প্রকৌশলী, বাউফল এর সাথে এ ব্যাপারে লবি মিটিং করে যেখানে প্রকল্পের ঠিকাদার মো: হাসিবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। জলবায়ু ফোরামের সুপারিশের পর উপজেলা প্রকৌশলী মো: সুলতান হোসেন সভায় উপস্থিত ঠিকাদারকে খুব শিঘ্রই মালামাল ক্রয় করে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন । ২৪ আগস্ট ২০২১ উপজেলা জলবায়ু ফোরামের নেতৃবৃন্দ ফলো-আপ করে দেখেন প্রকল্পের কাজটি শুরু হয়েছে।

গ. ভেঙ্গে যাওয়া রাস্তা মেরামত ও নতুন কালভার্ট পেল টবগী ইউনিয়নের বাসিন্দারা: ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাসাননগর ও টবগী ইউনিয়নের বেতুয়া খালের ভরাট হওয়া অংশের ৭ একর খাল ২০২০ সালের জুন মাসে মাছ চাষের জন্য ইজারা নিয়ে তার ইটভাটার মাটির জন্য খাল খনন করে, ফলে খালের দুপাশের রাস্তা,গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে। জলবায়ু ফোরাম সদস্যবৃন্দ স্থানটি পরিদর্শণ করে ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের সাথে ২৮ আগস্ট ২০২০ এ অনলাইন সংলাপ করে। পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভোলা-১ এর উপসহাকারী প্রকৌশলী স্থানটি সরজমিন পরিদর্শন করে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক ইজারাদারের সাথে কথা বলে ও দ্রুত সময়ের মধ্যে রাস্তা মেরামত করা করার নির্দেশনা প্রদান করে। তখন ইজারাদার নিজস্ব অর্থায়নে দুপাশের রাস্তা মেরামত করে এবং অতিরিক্তি পানির চাপে সৃষ্টি হওয়ার কারণে খালের উপর ১টি কালভার্টও সম্পূর্ণ নির্মান করে দেয়।

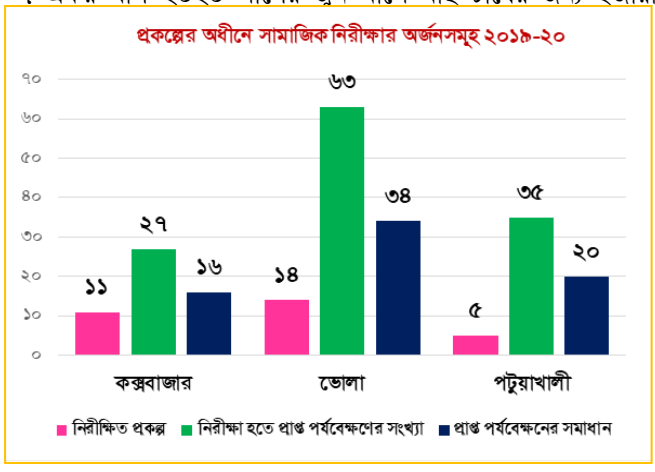

৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও স্থানীয় নাগরিক সমাজের ভূমিকা থাকে

কোস্ট সিএফটিএম প্রকল্পের অধীনে সংঘঠিত নাগরিক সমাজের [জলবায়ু ফোরাম] প্রধান কাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সমাজিক নিরীক্ষা হলেও তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে, যেমন করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পেইন ও মাস্ক বিতরন কার্যক্রম, জলবায়ু পরিবর্তজনিত দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসে সরকারের সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে বিভিন্ন দিবস উৎযাপন ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ণ কওে আসছে। যেমন;

ক. সচেতনামূলক মাইকিং প্রচারণা: উক্ত প্রকল্প আওতায় কক্সবাজার, ভোলা ও পটুয়াখালীর ১২ টি উপজেলার সকল ইউনিয়নের হাট বাজার, জনসমাগম হয় এমন স্থান, উপকূলীয় ও পিছিয়ে পরা গ্রামে মোট ২১৫ দিন মাইকিং প্রচারণা করে এবং প্রায় দুই লক্ষ ষাট হাজার কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। সেই সাথে তিন জেলা ৩৬ টি স্থানে কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক ব্যানার প্লেকার্ড ও ফেস্টুন টানানো হয়।

খ. উঠান বৈঠক: উপকূলীয়, পিছিয়ে পরা: ও হতদরিদ্র গ্রামীন নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের উইমেন লিডার কর্তৃক মোট ১৪৬ টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যার ফলে গ্রামীন নারীরা কোভিড-১৯ প্রতিরোধের উপায়, বিশেষায়িত হাসপাল বা ক্লিনিক, কোভিড-১৯ টিকা গ্রহনের নিয়মাবলী সম্পর্কে ধারনা পেয়েছে।

গ. দিবস উৎযাপন: জলবায়ু ফোরাম তথা নাগরিক সমাজ কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করে। যার মধ্যে রয়েছে দূর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচী দিবস, তথ্য অধিকার দিবস, পরিবেশ দিবস, জলবায়ু অধিকার ক্যাপ্যাইন । উক্ত কর্মসূচীতে সাংবাদিক, জেলা ও উপজেলার সুশীল সমাজের প্রতিনিধি স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ঘ. মানববন্ধন: উপকূলীয় ও তীরবর্তীর মানুষের অধিকার রক্ষায় জলবায়ু ফোরাম বিভিন্ন সময় অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের দাবী নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মানববন্ধন ও জেলা ও উপজেলা প্রশাসন বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করে। যেমন- টেকসই বেড়িবাঁধের দাবীতে মানববন্ধন, বন ও পরিবেশ রক্ষায় মানববন্ধন, নারীর প্রতি সংহিশতা বন্ধ ও বিচার দাবীতে মানববন্ধন।

৮. সামাজিক নিরীক্ষায় নাগরিক সমাজ যেসকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়,

নাগরিক সমাজকে মনে করা হয় রাষ্ট্রে চতুর্থ স্তম্ভ। কারন পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সকল পর্যয়েই নাগরিক সমাজরে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা গেলে উন্নয়ন টেকসই হবে এবং নাগরিক সেসকল উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করে আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও দারিদ্রতা

দূরীকরন সম্ভব হবে। এই সত্য থেকেই নাগরিক সমাজও অংশগ্রহন ধারনা বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের নাগরিক সমাজের বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে যেগুলোর প্রতি সরকারের নজর দেওয়া প্রয়োজন;

ক. উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও সামাজিক নিরীক্ষায় স্থানীয় নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহনের জন্য একটি গ্রহনযোগ্য আইনি কাঠামোর অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। যার করানে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার কিছু বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে আইনি কাঠামোর দুর্বলতার কারনে নামকাওয়াস্তে নাগরিক সমাজের সাথে এক ধরনের সংযোগ ও কার্যকারিতার চিত্র দেখানো হচ্ছে যা আসলে বাস্তবায়িত উন্নয়ন পরিকল্পনা মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও টেকসউ উন্নয়ন নিশ্চিতের সাথে কোন সম্পর্ক নাই। বিষয়টি সরকারকে অবশ্যই নজর দিতে হবে যাতে প্রতি বছর বিলিয়ন ডলারের উন্নয়ণ কার্যক্রমে সুফল জনগন পেতে পারে।

খ. **রাজনৈতিক প্রভাব:** বিভিন্ন সময় স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারনে নাগরিক সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করতে বাধা প্রাপ্ত হয়, এমন কি নির্দিষ্ট দলের সমর্থক হওয়াতে নাগরিক সমাজ অনেক সময় সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করতে চায় না।

গ. **ঠিকাদার কর্তৃক প্রভাব বিস্তার:** বিভিন্ন সময় দেখা যায় প্রকল্পের ঠিকাদার কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক, কর্মী বা নেতা। সে ক্ষেত্রে সে তার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহনে বাধার সৃষ্টি করতে চায়, তথ্য দিতে অস্বীকার করে।

ঘ. **তথ্য প্রদানে অসহযোগীতা ঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সরকারি অফিসের কর্মকর্তাগন বিভিন্ন সময় তথ্য প্রদান করতে সম্মত হয়না, অস্পস্ট বা অসম্পূর্ন তথ্য প্রদান করে থাকে, এবং সরকারি অফিসের ওয়েবসাইডে প্রকল্পের পর্যাপ্ত তথ্য দেয়া হয় না। লবি সভায় যেসকল প্রতিশ্রুতি দেয় পরবর্তিতে তা অনুসরন করেনা এবং বদলিজনিত কারণে কাজের গতি ঠিক থাকেনা ফলে সঠিক সময়ে কাজ শেষ হয়না।

ঙ. **আথর্কি চাহিদা:** কিছু সদস্যদের মধ্যে কাজের বিনিময়ে অর্থনৈতিক সাপোর্ট পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তারা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী অথর্কি সুবিধা না পাওয়ার কারণে ফোরামের কর্মকান্ডে যুক্ত হতে চায় না।

চ. **ধর্মিয় গোড়ামি:** ধর্মিয় দিক বিবেচনায় অনেক সদস্য কিছু কাজ থেকে তাদের কে বিরত রাখার চেষ্টা করে, যেমন মাদ্রাসা ভবন কাম সাইক্লোন সেল্টার, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান হওয়াতে অন্য ধর্মালম্বি সদস্যরা নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

ছ. **দলগত কাজে অনিহা:** অনেকেই মনে করে দলিয় কাজে তার মতামত প্রাধান্য পাবেনা, অন্য সদস্যরা তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করবে, কারো সাথে মনোমালিন্য, দলিয় কাজে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে ভেবে দলিয় কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোদ করেনা এবং ফোরামের কাজে যুক্ত হতে চায় না।

কোস্ট ফাউন্ডেশন,
প্রধান কার্যালয়, মেট্রো মেলোডি, বাড়ী ১৩, রোড-২,
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন নং-+৮৮ ০২ ৫৮১৫০০৮২, ৫৮১৫২৮২১
info@coastbd.net, www.coastbd.net